আল-ইনশিকাক | Al-Inshiqaq | ٱلْإِنْشِقَاق

আয়াতঃ ৮৪ : ১৯

আরবি মূল আয়াত:

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴿١٩﴾

অনুবাদসমূহ:

অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে। — আল-বায়ান

অবশ্যই তোমরা (আধ্যাত্মিক ও জাগতিক সর্বক্ষেত্রে) স্তরে স্তরে উন্নতির সিঁড়ি বেয়ে উর্ধ্বে উঠবে। — তাইসিরুল

নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে আরোহণ করবে, — মুজিবুর রহমান

[That] you will surely experience state after state. — Sahih International

১৯. অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে।(১)

(১) استقশব্দটি وسقথেকে উদ্ভূত, যার অর্থ একত্রিত করা, পূর্ণ করা। চন্দ্রের একত্রিত করার অর্থ তার আলোকে একত্রিত করা। এটা চৌদ্দ তারিখের রাত্রিতে হয়, যখন চন্দ্র পূর্ণ হয়ে যায়। [ইবন কাসীর] এখানে চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। চন্দ্র প্রথমে খুবই সরু ধনুকের মতো দেখা যায়। এরপর প্রত্যহ এর আলো বৃদ্ধি পেতে পেতে পূর্ণিমার চাদ হয়ে যায়। অবিরাম ও উপর্যুপরি পরিবর্তনের সাক্ষ্যদাতা উপরোক্ত বস্তুগুলোর শপথ করে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "অবশ্যই তোমরা ধাপে ধাপে আরোহণ করবে"। طبقএর অর্থ অবস্থা, স্তর, পর্যায় ইত্যাদি। [ইবন কাসীর] تَرْكَبُنَّশব্দটি ركوبথেকে। এর অর্থ আরোহণ করা। অর্থ এই যে, হে মানুষ, তোমরা সর্বদাই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করতে থাকবে। উদ্দেশ্য এই যে, সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত মানুষ কোন সময় এক অবস্থায় স্থির থাকে না, বরং তার ওপর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন আসতে থাকে। স্বাভাবিকভাবে যে সমস্ত পরিবর্তন হয় তা তো লক্ষণীয়।

তাছাড়া মানুষ নিজেও আল্লাহর দেয়া সহজসরল দ্বীন থেকে বিমুখ হয়ে অন্যান্য বাতিল দ্বীনের অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "তোমরা তোমাদের পূর্বের লোকদের হাতে হাতে বিঘাতে বিঘাতে অনুসরণ করতে থাকবে, এমনকি তারা যদি ষাণ্ডার গর্তে ঢুকে থাকে তোমরাও তাদের অনুসরণ করে তাতে ঢুকবে" সাহাবায়ে কিরাম বললেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ইয়াহুদ ও নাসারা? তিনি বললেন, "তারা নয়তো কারা?" [বুখারী: ৭৩২০, মুসলিম: ২৬৬৯] [ইবন কাসীর]। এখানে ইবন জারীর আত-তাবারীর মত হচ্ছে, মানুষকে অবশ্যই কঠিন থেকে কঠিন পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। আখেরাতের পর্যায়গুলোও উদ্দেশ্য হতে পারে। [তাবারী; ইবন কাসীর]

তাফসীরে জাকারিয়া

১৯। নিশ্চয়ই তোমরা এক পর্যায় হতে অন্য পর্যায়ে আরোহণ করবে। [1]

[1] طبقশব্দের মূল অর্থ হল কঠিনতা। এখানে সেই কঠিনতাকে বোঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন দেখা দেবে। সেদিন এক থেকে আর এক গুরুতর ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি হবে। (ফাতহুল বারী, সূরা ইনশিক্বাক তাফসীর পরিচ্ছেদ) আর এটা হল কসমের জওয়াব।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=5903

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন